সাকিব-মাহমুদউল্লাহর যে রেকর্ড ভাঙলেন রিশাদ

বেঞ্চ থেকে ফিরেই বাজিমাত করেছেন রিশাদ হোসেন। লাহোর কালান্দার্সের বাকি সবাই যখন দেদারসে রান বিলিয়েছেন, টাইগার লেগি তখন রাশ টেনে ধরেছিলেন কিছুটা। হার অবশ্য রুখতে পারেনি, এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছুও করতে পারেননি। তবে দলের হারের দিনে রিশাদ পেয়েছেন দারুণ এক রেকর্ডের দেখা।

পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ পিএসএলে রিশাদ ছাড়িয়ে গেছেন বাংলাদেশের দুই তারকাকে। পাকিস্তানের এই লিগটিতে আগে খেলে গেছেন সাকিব আল হাসান ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। কোয়েটা গ্লাডিয়েটরসের হয়ে মাহমুদউল্লাহ এবং সাকিব খেলেছিলেন পেশোয়ার জালমি ও করাচি কিংসের হয়ে। দুজনেই সমান ৮ উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন। সাকিব ও মাহমুদউল্লাহর ইকোনমি ৭.৬৬ ও ৭.৯০। এই দুজনকেই দুইয়ে নামিয়ে বাংলাদেশিদের মাঝে শীর্ষ দখল করেছেন রিশাদ।

টানা তিন ম্যাচ বেঞ্চে বসার পর একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন রিশাদ। ব্যাটিংয়ে কিছু করতে পারেননি। বোলিংয়েও দলের পক্ষে ব্যবধান গড়তে পারেননি। ১৫ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ১৬০ রানের পুঁজি পেয়েছিল লাহোর। বোলারদের ব্যর্থতায় তা মাটি হয়েছে। এই হারে শেষ চারে থাকার শঙ্কায়ও পড়ে গেছে শাহিন শাহ আফ্রিদিদের দল।

রিশাদ ব্যাট হাতে এক বল খেলেছিলেন, রান করতে পারেননি। বোলিংয়ে তিন ওভারে খরচ করেছেন ২৮ রান। নিজের করা প্রথম ওভারে ৭ রান খরচা করে ফেরান করাচির টপঅর্ডার ব্যাটার জেমস ভিন্সকে। দ্বিতীয় ওভারে দেন ১৩ রান। শেষ ওভারে ৮ রান খরচ করেন রিশাদ। দলের বাকিদের মাঝে তিনিই দ্বিতীয় কেউ যিনি ১০ এর নিচে (৯.৩৩) ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন। এদিনের এক উইকেটেই রিশাদ ভেঙেছেন সাকিব-মাহমুদউল্লাহর রেকর্ড উইকেট।

পিএসএলে শুরুর দিকে উড়ছিলেন রিশাদ। লেগ স্পিনে কাঁবু করছিলেন প্রতিপক্ষকে। টানা কয়েকটি ম্যাচে দাপুটে থাকা রিশাদ এক সময় আসরের শীর্ষ উইকেটশিকারী বোলারও ছিলেন। ৫ ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে তালিকায় এখন ১১ নম্বরে বাংলাদেশি বোলার। ওভারপ্রতি খরচ করছেন ৮.৭০ করে রান। রিশাদের দল লাহোর ৯ ম্যাচে সংগ্রহ করেছে ৯ পয়েন্ট। নাহিদ

রানাদের পেশোয়ার জালমি বাকি তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতলে, বিদায় ঘণ্টা বাজবে রিশাদদের।

সূত্র: যুগান্তর

আর্সেনাল ম্যাচের আগে দেম্বেলেকে হারানোর শঙ্কায় পিএসজি

চলতি মৌসুমে উসমান দেম্বেলের ওপর যেন লিওনেল মেসি, পেলে, দিয়েগো মারাদোনারা ভর করে বসেছেন। ৩৩ গোলের পাশাপাশি ১২ অ্যাসিস্ট করে পিএসজিকে নিয়ে এসেছেন ট্রেবল জয়ের দুয়ারে। তবে মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসে তাকে হারানোর শঙ্কা পেয়ে বসেছে ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের। পিএসজি নিশ্চিত করেছে, দলের গুরুত্বপূর্ণ ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েছেন এবং বর্তমানে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রথম লেগে আর্সেনালের মাঠ এমিরেটসে একমাত্র গোলটি করেছিলেন দেম্বেলে, ফলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে পিএসজি। আগামী ৮ মে ফিরতি লেগ হবে প্যারিসের পার্ক দেস প্রিন্সে, যেখানে লুইস এনরিকে’র দল ম্যাচটিতে এখন পুরো মনোযোগটা দিচ্ছে।

পিএসজির কোচ লুইস এনরিকে লিগ ওয়ানে স্ত্রাসবুর্গের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘উসমান দেম্বেলের ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লেগেছে। তার অবস্থা ইতিবাচকভাবে উন্নতি করছে। শিগগিরই আরও একটি পরীক্ষা করা হবে। তবে কালকের ম্যাচে সে খেলবে না, এটা নিশ্চিত। আমরা আগের পরিকল্পনাগুলোই অনুসরণ করছি, কিছু পরিবর্তন করছি না।’

যদিও পিএসজি আগেই লিগ ওয়ান শিরোপা নিশ্চিত করেছে, তবে এখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য ইউরোপিয়ান শিরোপা জয়। প্রথম লেগে এগিয়ে থাকলেও প্রতিপক্ষ আর্সেনাল বর্তমানে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে এবং

কোয়ার্টার ফাইনালে তারা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদকে বিদায় করে দিয়েছে।

পুরো মৌসুমে পিএসজি বেঞ্চ থেকে ভালো পারফরম্যান্স পেয়েছে। ব্র্যাডলি বারকোলা, দেসায়ের দোয়েদের মতো পারফর্মাররা উঠে আসছেন বেঞ্চ থেকে। তবে এরপরও দেম্বেলের উপস্থিতি দলের আক্রমণভাগে বাড়তি শক্তি যোগ করে। সেই তাকে না পেলে আর্সেনালের বিপক্ষে তা বড় ধাক্কা হয়ে আসতে পারে পিএসজির জন্য।

সূত্র: যুগান্তর

ব্রাজিলের কোচ হচ্ছেন না আনচেলত্তি, নেপথ্যে রিয়াল মাদ্রিদ

রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে সফল এক অধ্যায় শেষের পথে কার্লো আনচেলত্তির। তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানো এই ইতালিয়ান কোচকে ঘিরে ক্লাবজুড়ে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকলেও অনেকেই মনে করছেন, এখন সময় এসেছে নতুন কোচের অধীনে পথচলার। এক্ষেত্রে সাবেক রিয়াল মিডফিল্ডার জাবি আলোনসোর নামই ঘুরে ফিরছে সবচেয়ে বেশি।

ক্লাব ফুটবলে সময়টা শেষ করে আনচেলত্তি জাতীয় দলের কোচিংয়ে যাবেন এবং ব্রাজিলের দায়িত্ব নেবেন। গুঞ্জন ছিল, সবকিছু প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে। গুঞ্জন ছিল সামনের ক্লাব বিশ্বকাপের আগেই আনচেলত্তি রিয়াল ছাড়বেন এবং আলোনসো দায়িত্ব নেবেন।

কিন্তু হঠাৎ করেই বদলে গেছে সব কিছু। ফ্যাব্রিজিও রোমানোসহ বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক অনেকের খবর অনুযায়ী, আনচেলত্তির ব্রাজিল যাওয়া আপাতত হচ্ছে না।

এর পেছনে প্রধান কারণ রিয়াল মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। তিনি আনচেলত্তিকে ছাড়ার জন্য চূড়ান্ত এক্সিট ক্লজ দিতে রাজি হননি। তার যুক্তি, আনচেলত্তিকে বরখাস্ত

করা হচ্ছে না, তিনি নিজে থেকে চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছেন। তাই ক্লাবের কোনো অর্থ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

এই জটিলতার কারণে চুক্তিটি ভেঙে গেছে। তবে শুধু পেরেজ নয়, ব্রাজিল ফুটবল সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা নিয়েও আনচেলত্তি চিন্তিত ছিলেন। ব্রাজিলের ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম ‘জিই’ জানিয়েছে, এই অনিশ্চয়তাও আনচেলত্তিকে পিছিয়ে দেয়।

রিয়ালের এক্সিট ক্লজ দিতে অস্বীকৃতি হোক কিংবা ব্রাজিল ফুটবলের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, অথবা দুয়ের মিশেল, সব কিছুর শেষে কোচ কার্লো আনচেলত্তির এখন ব্রাজিলের কোচ হওয়া হচ্ছে না। যার ফলে বর্তমানে কোচের পদ ফাঁকা থাকা ব্রাজিলের অপেক্ষা বাড়ল আরও একটু। জুন মাসে ব্রাজিলের পরবর্তী ম্যাচ। তার আগে দলটার হাতে আর আছে মোটে এক মাসের মতো সময়। এখন ব্রাজিল দলের কোচ হিসেবে জর্জ জেসুসের নাম এগিয়ে আছে বলে জানা গেছে।

এদিকে আনচেলত্তির সামনে আরও এক বছর রিয়ালের কোচিং করানোর সুযোগ থাকছে। তবে সেটা তিনি পূরণ নাও করতে পারেন। স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম মার্কা জানাচ্ছে বিস্ফোরক এক খবর। রিয়াল মাদ্রিদের অন্যতম সফল এই কোচকে পেতে সৌদি আরবের একটি দল প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের প্রস্তাবটাও বেশ লোভনীয়। সে প্রস্তাবে রাজি হলে ৫ কোটি ইউরোর সমপরিমাণ অর্থের এক চুক্তি পাবেন আনচেলত্তি। এখন ইতালিয়ান এই কোচের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, সেটাই দেখার বিষয়।

সূত্র: যুগান্তর

১৪ বছরেই রেকর্ডগড়া সেঞ্চুরি, বিশ্বকে বার্তা দিয়ে রাখলেন বৈভব

‘আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়/পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা/এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—/আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা’ – সুকান্ত

ভট্টাচার্যের লেখা এ লাইন কতোশত টিনেজ প্রডিজিকে মহিমান্বিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে বৈভব সূর্যবংশীর ক্ষেত্রে সেটাকেও বেমানান ঠেকছে।

কেনই বা ঠেকবে না? সুকান্ত তার কবিতাটা লিখেছিলেন ১৮ বছরের তারুণ্যকে উপজীব্য করে। সেখানে বৈভবের তো কৈশোরই শেষ হয়নি! যে ১৮’র কথা সুকান্ত বলেছিলেন, সে আঠারোতে পৌঁছুতেও তো তার আরও ৪ বছর লাগবে!

১৪ বছর বয়সে আইপিএলে খেলতে নামাটাই বিশাল অর্জন। নেমেই লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে খেলে বসেছিলেন ২০ বলে ৩৪ রানের ইনিংস, প্রথম বলেই শার্দূল ঠাকুরকে হাঁকিয়ে বসেছিলেন ছক্কা। কেন তাকে এ বয়সেই অভিষেক করে দেওয়া, তার একটা জবাব ছিল সে ইনিংসে। তবে সে জবাবটা আরেকটু ভালো করে মিলল গত রাতে।

সদ্য ১৪ শেষ করে ১৫-তে পা দেওয়া বৈভব একটা সেঞ্চুরিই হাঁকিয়ে বসলেন। তাও আবার আইপিএল ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। গড়লেন একগাদা রেকর্ড, নাড়িয়েই দিলেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে, গোটা বিশ্বকেও বৈকি।

আইপিএলকে যদি একটা মানুষ হিসেবে কল্পনা করেন, তাহলে ‘তার’ বয়স দাঁড়াবে ১৭ বছর ১১ দিন। অর্থাৎ আইপিএল ‘প্রাপ্তবয়স্ক’ হয়নি এখনও।

গত রাতে তোলপাড় ফেলে দেওয়া বৈভব সেই আইপিএলের চেয়েও বয়সে ছোট। আজ থেকে ১৭ বছর ১০ দিন আগে ব্রেন্ডন ম্যাককালাম যখন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বোলারদের তুলোধুনো করে ১৫৮ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংসটা খেললেন, কিংবা তার এখনকার দল রাজস্থান যখন প্রয়াত শেন ওয়ার্নের হাত ধরে জিতল প্রথম আইপিএল শিরোপাটা, তখনও তার জন্ম নিতে আরও ৩ বছর বাকি প্রায়!

বৈভবের চেহারাটা দেখুন, মুখে ঠিকঠাক দাড়িগোঁফের রেখাটাও দেখা দেয়নি। সে ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সি বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটেই গত রাতে চুরমার হলো গুজরাট টাইটান্সের বিশ্বমানের বোলিং লাইন আপ। বৈভব কাল কাদের শাসিয়েছেন দেখুন একবার— মোহাম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণ, সময়ের সেরা অলরাউন্ডার রশিদ খান, আইপিএল সেনসেশন সাই কিশোর। তাদের বিপক্ষে কী অবলীলায় সেঞ্চুরিটা হাঁকিয়ে নিলেন তিনি!

যে পরিস্থিতিতে সেঞ্চুরিটা হাঁকিয়েছেন সেটা মাথায় রাখলে এর

মাহাত্ম্য বেড়ে যায় আরও একটু। ২১০ রানের লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছিল গুজরাট। এবারের আইপিএলে এমন রানের দেখা মিলছে কদাচিৎ। সেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে এ রান তাড়া করার কাজটা সহজ ছিল না তার দল রাজস্থানের জন্য।

সেখানে দাঁড়িয়ে বৈভবের ৩৮ বলে ১০১ রানের ইনিংস কাজটা ডালভাত বানিয়ে দিল আইপিএলের প্রথম চ্যাম্পিয়নদের জন্য। বৈভব কাল রাতে সেঞ্চুরির পথে ছয় মেরেছেন ১১টা, চার আছে ৭টি। সব মিলিয়ে তার বাউন্ডারি আর ওভার বাউন্ডারি থেকেই রান এসেছে ৯৪। শতকরা ৯৩.০৭ ভাগ রান এসেছে বাউন্ডারিতে। আইপিএল তো বটেই, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এক সেঞ্চুরি ইনিংসে এত বেশি ভাগ রান বাউন্ডারিতে আসেনি আর কখনো।

তার এ সেঞ্চুরি ভারতীয়দের মধ্যে আইপিএলে দ্রুততম। ২০১০ সালে ৩৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন ইউসুফ পাঠান। সব মিলিয়ে আইপিএলে দ্বিতীয় দ্রুততম। ৩০ বলে সেঞ্চুরি করে প্রথম স্থানটা দখলে রেখেছেন ক্রিস গেইল।

বৈভবের এ ইনিংস যখন প্রসিধ কৃষ্ণর বলে বোল্ড হয়ে শেষ হলো ইনিংসের ১২তম ওভারে, ততক্ষণে স্কোরবোর্ডে উঠে গেছে ১৬৬ রান। ওপেনিং জুটিতে রাজস্থানের সর্বোচ্চ। এরপর তার দল এ রানটা তাড়া করে ফেলে ইনিংসের ১৬তম ওভারেই। ২০০র বেশি রান তাড়ায় এর চেয়ে কম ওভার আর কোনো দলকেই খেলতে হয়নি আর কখনো।

স্প্যানিশ তারকা লামিন ইয়ামালকে নিয়ে পিটার ড্রুরি গেল বছর ইউরোয় অবাক বিস্ময়ে বলেছিলেন, ‘লামিন ইয়ামাল, ১৬ বছর বয়স মাত্র! এ বয়সে আপনি কী করছিলেন? এখানের গল্পটা ছোট্ট ছেলেটার পুরুষ হয়ে ওঠার গল্প। কী দারুণ এক গল্প, তাই না?’

কাছাকাছি একটা কিছু গত রাতে ক্রিকেট মাঠে ঘটিয়ে দিলেন বৈভব। লামিনের চেয়েও আরও কম বয়সে! রেকর্ডের পাতা তোলপাড় হলো তাতে। সাবেক-বর্তমান রথী-মহারথীদের চোয়াল ঝুলিয়ে দিয়ে প্রশংসাও কুড়ালেন অগুণতি।

তাতে বিশ্বও একটা বার্তা পেয়ে গেল বৈকি! এভাবে খেলতে থাকলে ওই আঠারোর আগেই যে ভারতের আকাশরঙা জার্সিটা গায়ে চড়বে বৈভবের, তা বোধ হয় না বলে দিলেও চলে।

সূত্র: যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

লঙ্কান ক্রিকেটারের ওপর কেন রেগে গিয়েছিলেন কাব্য মারান

চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে জয়ে দুটি লাভ হয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রবাদের—চিপক দূর্গ অবশেষে জয় হয়েছে এবং আইপিএলের প্লে অফ দৌড়ে টিকে থাকছে দল। এমন দিনেই মেজাজ হারিয়ে বসেছিলেন হায়দ্রবাদের মালকিন কাব্য মারান। শ্রীলঙ্কার ব্যাটার কামিন্দু মেন্ডিসের কাণ্ডে যথেষ্ট বিরক্তই হয়েছিলেন তিনি!

কি ঘটেছিল? ধোনিদের হারানোর ম্যাচের ১৬তম ওভারের ঘটনা। ওভার স্টেপ করে নো বল দেন নূর আহমেদ। কামিন্দু ছিলেন ক্রিজে। রানও তত লাগত না তখন হায়দ্রবাদের। তবে ফ্রি হিট বল পেলে কে না বাউন্ডারিতে পাঠাতে চায়! লঙ্কান ব্যাটার পারেননি। নূরের চালাকিতে বলই ব্যাটে লাগেনি। তা দেখেই বিরক্ত হয়েছিলেন কাব্য।

ওই ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যামেরায় ধরা পড়ে হায়দ্রবাদ মালকিনের অভিব্যক্তি—বিস্ময়, হতাশা আর অবিশ্বাসের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। যদিও ওই ঘটনা ওখানেই থেমেছে। কামিন্দুও ভুল পুষিয়ে দিয়েছেন।

ফ্রি হিটে না পারলেও পরে লঙ্কান ব্যাটারের ধৈর্যশীল ৩২* (২২ বলে) রানের ইনিংসেই দারুণ জয় আসে হায়দ্রবাদের। চেন্নাইয়ের দেওয়া ১৫৫ রানের লক্ষ্য ৮ বল ও ৫ উইকেট রেখেই পেরিয়ে যায় কামিন্দুরা। আসরে এটি তাদের তৃতীয় জয়। ৯ ম্যাচের সাতটিতে হেরে বিদায়ের পথে চেন্নাই। এখনও কাগজে-কলমে টিকে আছে কাব্য মারানের হায়দ্রবাদ।

সূত্র: যুগান্তর

১০ জুনের আগেই দেশের মাটিতে

খেলবেন হামজা!

দেশের মাটিতে হামজা চৌধুরীকে খেলতে দেখার অপেক্ষা ফুরাচ্ছে দ্রুতই। আগামী ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে নামার কথা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সেরা ফুটবলারের। তবে তার আগেই হোম গ্রাউন্ডে অভিষেক হয়ে যেতে পারে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা হামজার।

সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের লড়াইয়ের আগে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চায় বাংলাদেশ। ১০ জুনের ওই ম্যাচের পাঁচ দিন আগে অর্থাৎ ৫ জুন হবে ম্যাচটি। বাফুফের মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেছেন, ‘আমরা ৩১ মে জাতীয় দল ঘোষণা করব। ৫ জুন প্রস্তুতি ম্যাচ খেলব। ইথিওপিয়া, সুদান ও ভুটানের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আমরা সুদানকে প্রাধান্য দিচ্ছি। তারা ঢাকায় আসতে আগ্রহ দেখিয়েছে।’

প্রস্তুতি ম্যাচেও হামজাকে দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কদিন আগেই জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হয়ে যেতে পারে শেফিল্ডে খেলা এই তারকার। বর্তমানে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছেন হামজা। তার দল অবশ্য সরাসরি প্রিমিয়ার লিগে প্রোমোশন পায়নি। তবে এখনও সুযোগ আছে হামজাদের।

এইতো সেদিন এসেছিলেন হামজা। কিন্তু রেশ রেখে গেছেন অনেকটা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা মিডফিল্ডার স্বপ্ন দেখেছেন, কোটি ভক্তকে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলেছেন এবং অল্পতেই রেখে গেছেন বড় ছাপ। ভারতের বিপক্ষে লড়ে আবার ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে হামজা বলে গেছেন, দেখা হবে জুনে।

সূত্র: যুগান্তর

আইপিএলের পরই বিয়ে করছেন কি

না, প্রশ্নের জবাবে কী বললেন শুবমান

শুবমান গিলের ব্যক্তিগত জীবন তার ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই আলোচনায়। শেষ কিছু দিনে সে আলোচনা কিছুটা থিতিয়ে গেলেও বিষয়টা আবারও সামনে নিয়ে এসেছেন ধারাভাষ্যকার ড্যানি মরিসন। জিজ্ঞেসই করে বসলেন, বিয়ে করছেন নাকি!

ঘটনাটা ঘটেছে গুজরাট টাইটান্স ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচের আগে। ইডেন গার্ডেনে সেদিন প্রি-ম্যাচ সঞ্চালনার সময় মজার ঘটনাটা ঘটল। ড্যানি মরিসন হঠাৎ করেই শুবমান গিলকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসেন— ‘তোমাকে দারুণ লাগছে, বিয়ের ঘণ্টা কি শোনা যাচ্ছে? কী ব্যাপার, সামনে বিয়েটাও সেরে ফেলছো নাকি?’

মরিসনের এই প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিতে পড়ে যান গিল। একটু ইতস্তত করে হালকা হাসি দিয়ে বলেন, ‘না না, এমন কিছুই না।’ তাঁর সেই নড়াচড়ায় আর হাসির ভঙ্গিমাতেই বোঝা যাচ্ছিল প্রশ্নটা মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না।

এই হালকা মজার মুহূর্তে অবশ্য অনেকেই হাসিতে মেতে উঠেছিলেন। তবে অনেকে আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় মরিসনের এমন ব্যক্তিগত প্রশ্নকে মোটেও ভালোভাবে নেননি। তাদের একাংশের মতে, ম্যাচ-পূর্ব আলোচনায় খেলাধুলার প্রসঙ্গেই থাকা উচিত, ব্যক্তিগত বিষয়ে নয়।

গিল এ বছর আইপিএলে ব্যাট হাতে বেশ ভালো ছন্দে আছেন। সাত ম্যাচে তার সংগ্রহ ২১৫ রান, গড় ৩৫.৮৩ এবং স্ট্রাইক রেট ১৪৯.৩০। ইতিমধ্যে দুটি হাফসেঞ্চুরি করে ফেলেছেন, সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ৬১।

অন্যদিকে গুজরাট টাইটান্স দারুণ ছন্দে রয়েছে। সাত ম্যাচে পাঁচটিতে জয় পেয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে তারা। নেট রান রেট +০.৯৮৪। শেষ ম্যাচে তারা দিল্লি ক্যাপিটালসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে এসেছে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।

বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে যতই মজা চলুক না কেন, মাঠে গিলের মনোযোগটা ঠিকই ব্যাটে-বলে আছে। তার প্রমাণও দিচ্ছেন তিনি ধারাবাহিকভাবে।

সূত্র: যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

২-১ গোলে।

রিয়ালের এই বিশেষ সুবিধা আর্সেনালের সামনে বাড়তি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। মিকেল আর্তেতার দল অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। তবে মাদ্রিদের এমন পরিবেশে তাদের পারফর্ম করাটাই এখন বড় পরীক্ষা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি ধরে রাখার স্বপ্ন এখনও বাঁচিয়ে রাখতে হলে মাদ্রিদকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে, আর সেই স্বপ্নপূরণে বার্নাব্যুর ‘বন্ধ ছাদ’ এবার হতে পারে বড় সহায়ক শক্তি।

সূত্র: যুগান্তর